তারিখ: ১৪ জুন ২০২৬ • পেন্টেকোস্টের পর ৩য় রবিবার

শাস্ত্রপাঠ: দানিয়েল ৯:১-৫, ১৭-১৯ | গীতসংহিতা ১৩২ | ইব্রীয় ১৩:১৮-২১ | মথি ৬:৯-১৫

প্রার্থনাময় হৃদয় এবং ক্ষমাশীল জীবন

"আমাদের ঋণ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অধমর্ণদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।" — মথি ৬:১২

ভূমিকা

প্রার্থনা এবং ক্ষমা খ্রিস্টীয় জীবন ও শিষ্যত্বের একেবারে মূলে অবস্থান করে। এগুলি কেবল বিশ্বাসের নিয়ম বা শৃঙ্খলা নয়, বরং ঈশ্বরের সাথে এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকার জীবনরেখা। একটি প্রার্থনাময় হৃদয় ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা বৃদ্ধি করে, আর একটি ক্ষমাশীল হৃদয় অন্যদের সাথে মিলন ও পুনর্মিলন গড়ে তোলে। যীশু যখন প্রধান প্রার্থনা (প্রভুর প্রার্থনা) শিক্ষা দিয়েছিলেন, তখন তিনি এই দুটি দিককে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করেছিলেন: আমরা পিতার কাছে প্রার্থনা করি, এবং প্রার্থনা করার সাথে সাথেই আমরা অন্যদের ক্ষমা করি, যেমন আমরা নিজেরাও ক্ষমা পেয়েছি। সমসাময়িক বিশ্বে, যেখানে ক্ষোভ, বিভাজন এবং ভাঙন রাজত্ব করছে, সেখানে মণ্ডলীকে প্রার্থনা ও ক্ষমার একটি সম্প্রদায় হয়ে ওঠার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এই খুতবাটি বা বার্তাটি আজ আমাদের পাঠ অংশ থেকে নেওয়া চারটি দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে "প্রার্থনাময় হৃদয় এবং ক্ষমাশীল জীবন" এই প্রতিপাদ্যটি অন্বেষণ করে: দানিয়েলের স্বীকারোক্তির মনোভাব, গীতসংহিতা ১৩২-এ প্রতিফলিত নিয়মের প্রতিশ্রুতি, ইব্রীয় পুস্তকে প্রার্থনার জন্য পালকীয় আহ্বান, এবং মথিতে বর্ণিত প্রভুর আদেশ প্রার্থনা।

১. পাপস্বীকার এবং মধ্যস্থতা: একজন প্রার্থনা যোদ্ধার হৃদয় (দানিয়েল ৯:১-৫, ১৭-১৯)

দানিয়েলের প্রার্থনা কেবল কোনো ব্যক্তিগত ভক্তি ছিল না, বরং এটি ছিল মধ্যস্থতার এক গভীর কাজ। তিনি ঈশ্বরের সামনে নিজের নির্দোষতা দাবি করে আসেননি, বরং তাঁর লোকেদের পাপ স্বীকার করে এসেছিলেন: "আমরা পাপ করিয়াছি, অন্যায় আচরণ করিয়াছি, দুষ্টতা করিয়াছি ও রাজদ্রোহী হইয়াছি।" (পদ ৫)। দানিয়েলের প্রার্থনা আমাদের দেখায় যে সত্য প্রার্থনা নম্রতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়। সেখানে কোনো দোষারোপ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা নেই। এর পরিবর্তে, সেখানে রয়েছে এক আন্তরিক অনুশোচনা, যেখানে তিনি সামগ্রিক ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। আজকের মেরুকরণের যুগে, এটি আমাদের সবার জন্য একটি বড় শিক্ষা। আমরা প্রায়শই অন্যের পাপের কথা বলি, কিন্তু নিজেদের পাপ খুব কমই স্বীকার করি। দানিয়েল আমাদের শেখান যেন আমরা অহংকার নিয়ে নয়, বরং অনুতাপ নিয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই। তা৷পরি, দানিয়েলের প্রার্থনা এক আকুল মিনতির মাধ্যমে শেষ হয়: "হে প্রভু, শ্রবণ কর; হে প্রভু, ক্ষমা কর।" (পদ ১৯)। এটি কেবল উদ্ধারের জন্য নয়, বরং পুনর্স্থাপনের এক আকুল আর্তনাদ। প্রার্থনার আসল অর্থ কেবল কিছু চাওয়া নয়, বরং ঈশ্বরের করুণা ও ন্যায়ের জন্য আকুতি জানানো, যাতে তিনি তাঁর লোকেদের নতুন করে গড়ে তোলেন।

> এক মা একবার বলেছিলেন, "আমার সন্তান যখন অসুস্থ থাকে, তখন আমি যতটা আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করি, অন্য কখনো তেমনটা করি না।" সত্য প্রার্থনা গভীর প্রেম এবং ব্যাকুলতার স্থান থেকে আসে। দানিয়েল একজন আধ্যাত্মিক অভিভাবকের মতো তাঁর লোকেদের বোঝা বহন করেছিলেন এবং তাদের ঈশ্বরের কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

২. ঈশ্বরের বাসস্থান এবং আমাদের বিশ্বস্ততা (গীতসংহিতা ১৩২)

গীতসংহিতা ১৩২-এ দায়ূদের নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরের নিয়মের প্রতিশ্রুতির বিবরণ রয়েছে। দায়ূদ সদাপ্রভুর জন্য একটি ঘর, অর্থাৎ ঈশ্বরের ডিভাইন বাসস্থানের একটি জায়গা তৈরি করতে আকুল আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। ঈশ্বর এর বিনিময়ে দায়ূদের বংশধরদের জন্য এক চিরস্থায়ী সিংহাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই আদান-প্রদানের মধ্যে আমরা বিশ্বস্ততা এবং উপস্থিতির এক মধুর সম্পর্ক দেখতে পাই। ঈশ্বরের বাসস্থানের জন্য দায়ূদের এই আকাঙ্ক্ষা তাঁর ঐশ্বরিক উপস্থিতির প্রতি অনুগত হৃদয়েরই প্রতিফলন ঘটায়। এটিই প্রার্থনারও মূল কথা: ঈশ্বরের সাথে থাকার ইচ্ছা, আমাদের জীবনে তাঁর উপস্থিতির জন্য স্থান তৈরি করা। আমাদের এই দ্রুতগতির জীবনে, আমরা প্রায়শই এই স্থানটিকে অন্য কিছু দিয়ে ভিড় করে ফেলি। আমরা অন্তরঙ্গতার চেয়ে বাহ্যিক ব্যস্ততাকে বেশি প্রাধান্য দিই। তবুও, গীতসংহিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে বাস করতে চান। আমাদের হৃদয়কে তাঁর বিশ্রামের স্থান হতে হবে। এর ফলে মণ্ডলী একটি আধ্যাত্মিক গৃহে পরিণত হয়, যার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিসমূহ প্রকাশিত হয়। একটি ক্ষমার মনোভাব নিয়ে বেঁচে থাকার অর্থও হলো ঈশ্বরের উপস্থিতির জন্য পথ তৈরি করা। তিক্ততা এবং অখমা আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজকে বাধাগ্রস্ত করে।

> যেমন দায়ূদ ঈশ্বরের জন্য একটি ঘর তৈরি করতে চেয়েছিলেন, তেমনি আমাদেরও উচিত হৃদয়ের সমস্ত ক্ষোভের আবর্জনা পরিষ্কার করা এবং ঐশ্বরিক ভালোবাসার জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করা। ক্ষমা করা অনেকটা অতিথিদের জন্য ঘর পরিষ্কার করার মতো। আমরা যদি চাই ঈশ্বর আমাদের মধ্যে বাস করুন, তবে আমাদের অবশ্যই স্থান তৈরি করতে হবে — আর তার অর্থ হলো过去的 পুরনো বোঝাকে দূর করে দেওয়া।

৩. সততা ও প্রার্থনার জীবন (ইব্রীয় ১৩:১৮-২১)

আজকের পত্রের পাঠটি আমাদের আদি মণ্ডলীর পালকীয় জীবনের একটি ঝলক দেখায়: "আমাদের জন্য প্রার্থনা কর," লেখক বলেছেন, "কেননা আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, আমাদের সৎ বিবেক আছে, সর্ব্ববিষয়ে সদাচরণ করিতে আমাদের ইচ্ছা আছে।" (পদ ১৮)। এখানে প্রার্থনা কোনো আনুষ্ঠানিক আচার নয়, বরং খ্রিস্টীয় জীবন ও নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখার এবং শক্তি জোগানোর একটি মাধ্যম। মণ্ডলী তার নেতৃবৃন্দের জন্য প্রার্থনা করে, এবং নেতৃবৃন্দ মণ্ডলীর জন্য প্রার্থনা করেন। এখানে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সমর্থন রয়েছে। এই গতিশীলতা জবাবদিহিতা এবং অনুগ্রহ উভয়কেই লালন করে। এর পরে যে আশির্বাদবাণী (বেনেডিকশন) রয়েছে তা অত্যন্ত শক্তিশালী: "শান্তির ঈশ্বর... যেন তোমাদিগকে তাঁহার ইচ্ছাসাধনের নিমিত্ত প্রত্যেক সৎকর্ম্মে সিদ্ধ করেন।" (পদ ২১)। এটিই হলো প্রার্থনায় সিক্ত জীবনের ফল — আধ্যাত্মিক পরিপক্কতা, শান্তি এবং উদ্দেশ্য। ক্ষমাও এই পূর্ণতা থেকে উদ্ভূত হয়। যারা খ্রিস্টেতে পূর্ণতা লাভ করেছে, তারা কখনো ভাঙা সম্পর্ক নিয়ে বেঁচে থাকে না। তারা পুনর্স্থাপন, নিরাময় এবং ঐক্য খোঁজে।

> একজন পালক একবার বলেছিলেন, "হৃদয়ে ক্ষোভ পুষে রেখে আমি শান্তির প্রচার করতে পারি না। আমার প্রার্থনা ঠিক ততটাই শক্তিশালী, যতটা অন্যদের ক্ষমা করার ব্যাপারে আমার ইচ্ছা।"

৪. যীশুর শেখানো প্রার্থনা এবং তাঁর আদেশ জীবন (মথি ৬:৯-১৫)

প্রভুর প্রার্থনা কেবল কতগুলো শব্দের সমাহার নয়, বরং এটি জীবনের একটি রূপরেখা বা কাঠামো। যীশু আমাদের শেখাচ্ছেন পিতাকে দিয়ে প্রার্থনা শুরু করতে, তাঁর রাজ্য ও তাঁর বিধান অন্বেষণ করতে, এবং তারপরে আমাদের সম্পর্কের অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে: "আমাদের ঋণ সকল ক্ষমা কর, যেমন আমরাও আপন আপন অধমর্ণদিগকে ক্ষমা করিয়াছি।" যীশু পরবর্তীকালে কেবল এই একটি নিবেদনের ওপরই জোর দিয়েছেন: "কেননা তোমরা যদি মনুষ্যদের

অপরাধ সকল ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।" (পদ ১৪)। অতএব, ক্ষমা করা ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়; এটি মৌলিক ও আবশ্যিক। আমরা কখনোই প্রার্থনার মানুষ হতে পারব না, যদি না আমরা ক্ষমার মানুষ হতে পারি। অনেক প্রার্থনা উত্তরহীন থেকে যায় ঈশ্বরের অনিচ্ছার কারণে নয়, বরং আমাদের হৃদয় অখমার আবর্জনায় অবরুদ্ধ হয়ে থাকার কারণে। যীশু আমাদের আহ্বান জানান যেন আমরা আমাদের প্রার্থনা জীবনকে এমন একটি হৃদয়ের ভঙ্গির সাথে মেলাবো যা ঈশ্বরের করুণাকে প্রতিফলিত করে।

> কোরি টেন বুম, যিনি হলোকাস্টের ভয়াবহতা থেকে বেঁচে ফিরেছিলেন, তিনি বিখ্যাতভাবে একজন নাৎসি রক্ষীকে ক্ষমা করেছিলেন যিনি তাঁর বোনকে নির্যাতন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ক্ষমা হলো সেই চাবিকাঠি যা ক্ষোভের দরজা এবং ঘৃণার হাতকড়া খুলে দেয়।" একটি প্রার্থনাময় হৃদয় কখনো তিক্ততাপূর্ণ জীবনের সাথে সহাবস্থান করতে পারে না। মণ্ডলীকে এমন একটি স্থান হতে হবে যেখানে ক্ষমা মুক্তভাবে প্রবাহিত হয়, যেখানে প্রভুর প্রার্থনা কেবল মুখে আবৃত্তি করা হয় না, বরং জীবনে যাপন করা হয়।

উপসংহার

প্রার্থনাময় হৃদয় এবং ক্ষমার জীবন হাত ধরাধরি করে চলে। এগুলি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সহভাগিতা এবং একে অপরের সাথে আমাদের পুনর্মিলনকে প্রতিফলিত করে। দানিয়েলের মধ্যস্থতা থেকে শুরু করে দায়ূদের আকুল আকাঙ্ক্ষা, পত্রের পালকীয় অনুনয় থেকে খ্রিস্টের ঐশ্বরিক নির্দেশনা পর্যন্ত, আমরা একটি ধারাবাহিক বাইবেলীয় আহ্বান দেখতে পাই: নিষ্ঠার সাথে প্রার্থনা করুন, মুক্তহস্তে ক্ষমা করুন। ক্ষোভ এবং প্রতিশোধের দ্বারা জর্জরিত এই পৃথিবীতে, খ্রিস্টের মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু ফুটিয়ে তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে — এমন একটি স্থান যেখানে প্রার্থনা হৃদয়কে রূপান্তরিত করে এবং ক্ষমা ক্ষত নিরাময় করে। আসুন আমরা এই সত্যগুলি কেবল মুখে উচ্চারণ না করে প্রতিদিনের জীবনে যাপন করি।

প্রার্থনা

দয়াময় এবং প্রেমময় ঈশ্বর, আমাদের প্রার্থনা করতে শেখানোর জন্য এবং ক্ষমার সৌন্দর্য দেখানোর জন্য আমরা তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মধ্যে এমন হৃদয় সৃষ্টি কর যা তোমার উপস্থিতির জন্য ব্যাকুল হয় এবং এমন জীবন দান কর যা তোমার অনুগ্রহকে প্রতিফলিত করে। আমাদের নম্রতার সাথে পাপ স্বীকার করতে, ভালোবাসার সাথে মধ্যস্থতা করতে, সততার সাথে চলতে এবং যেভাবে আমরা ক্ষমা পেয়েছি সেভাবে অন্যকে ক্ষমা করতে শেখাও। হে প্রভু, আমাদের তোমার বাসস্থান বানাও এবং আমাদের জীবনকে একটি জীবন্ত প্রার্থনায় পরিণত কর। যীশুর নামে প্রার্থনা করি, আমেন।